International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 219-222
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 23-03-2026
Accepted: 06-04-2026
Publish : 08-04-2026

Soumen Kar
Former Student,
Dept. of Education,
Netaji Subhas Open University,
West Bengal, India

Correspondence:
Soumen Kar
Former Student,
Dept. of Education,
Netaji Subhas Open University,
West Bengal, India

Relationship between Family Environment and Emotional Intelligence: Examination of the Moderating Factor

Soumen Kar

Abstract:

একটি বিশাল অংশের সাহিত্যিক পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত যে পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি আবেগীয় বুদ্ধিমত্তায় প্রভাব ফেলে, তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর হল একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যা এই সম্পর্কটিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই অনুসন্ধানটি অন্বেষণ করেছে পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কের উপর অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভূমিকা কতখানি সেটার বিষয়ে। এজন্য ১০ বিদ্যালয়ের ২০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে সমসুযোগের ভিত্তিতে। প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে বিবৃতি মূলক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গিয়েছে পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগীয় বুদ্ধির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অনুসন্ধানে এটাও দেখানো হয়েছে, অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর, পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে— বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থীরা উচ্চ পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে থাকে তাদের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা খুবই গঠনমূলক হয় যদি তাদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমানের হয়। এই অনুসন্ধানে পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক খুঁজতে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ধারাবাহিকভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

Keywords: প্রারম্ভিক কৈশর, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি, অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্তর, প্রশ্নগুচ্ছ, মধ্যবর্তী চলক

Objective:

এই অনুসন্ধানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

1. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও পারিবারিক পরিবেশের সম্পর্ক দেখা।
2. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে মধ্যবর্তী চলকগুলির সম্পর্ক দেখা।
3. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্পর্ক দেখা।
4. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও পারিবারিক সম্পর্কের সম্পর্ক দেখা।
5. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিগত বিকাশের সম্পর্ক দেখা।
6. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক দেখা।

Introduction:

আবেগগত বুদ্ধিমত্তা হল এমন একটি সক্ষমতা যেখানে ব্যক্তি তার আবেগগুলিকে পরিচালনা, মূল্যায়ন, এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ব্যক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কী ধরনের আচরণ করবে তা অনেকটা তার আবেগগত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্ররম্ভিক কৈশরের আবেগগত ধারনাটি যথেষ্ট জটিল। প্রারম্ভিক কৈশরকালে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দৃঢ় করতে (কুপার; ১৯৯৭) এবং সমাজ সাপেক্ষ আচরণ ও আত্ম-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নতিতে এটা দেখা যায় (বার-অন & পার্কার, ২০০০)। প্রধানত পাঁচটি গুণের প্রকাশের মধ্য দিয়ে এটি বিকশিত হয়। সেই পাঁচটি গুণ হল আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, অনুপ্রেরণা, সহানুভূতি ও সামাজিক দক্ষতা। সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা। ব্যক্তিকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে আবেগগত বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করে নেওয়া যায়। প্রারম্ভিক কৈশর স্তরটিতে সমবয়সী দলের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব ব্যক্তি প্রারম্ভিক কৈশরে তাদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারা সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ হয় এবং তাদের আচরণগুলি অত্যন্ত সমাজ সাপেক্ষ। তবে গবেষণায় প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগগত বুদ্ধির উপাদানগুলির বিকাশের সঙ্গে তাদের পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও অভিভাবকদের শিক্ষার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ধারণা পাওয়া গেছে।

প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগীয় কার্যকারিতার উপর (গোলম্যান, ১৯৯৫; বার-অন & পার্কার ২০০০, স্টোভার ২০০৩) এবং এর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলির ব্যাপারে অনুসন্ধানের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে (কারসন & পার্কার, ১৯৯৬; আইজেনবার্গ এট অল., ১৯৯৬; মায়ার & সালোভে, ১৯৯৭; সারনি, ১৯৯৯)। এখানে বলা বাহুল্য ব্যক্তির আবেগগত বুদ্ধিমত্তা কতগুলি প্রভাবকের দ্বারা সংগঠিত হয়। যেমন— আত্মসন্তুষ্টি, অভিযোজনযোগ্যতা, সামগ্রিক বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং প্রক্ষোভিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি (নাঘভি, মারুফ ও মারিয়ানি, ২০১০)। তাই জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে উক্ত প্রভাবকগুলির যথাযথ বিকাশে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবার এই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার গুণগত ও পরিমাণগত মান বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার প্রভাবকগুলির সঠিক বিকাশের প্রয়োজনীয় পরিবেশ দানে অভিভাবকদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত অভিভাবকরা সঠিক পরিবেশ সৃষ্টিতে স্বল্প শিক্ষিত বা মধ্য শিক্ষিত অভিভাবকদের তুলনায় বেশি সফল। সুতরাং বলা যেতে পারে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাণগত ও গুণগত দিকের সঙ্গে প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার বিকাশের মধ্যে সরল সম্পর্ক বিদ্যমান। গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনের সফলতা এবং আনন্দময় জীবন শৈলীতে আবেগগত বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব বুদ্ধ্যঙ্কর থেকে বেশি। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের কর্তব্য হল শিশুর প্রতি যত্নশীল হওয়া, শিশুর অনুভূতিগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং যথাযথ পথপ্রদর্শনকারী হয়ে ওঠা। গবেষণায় দেখা গেছে উচ্চ শিক্ষিত অভিভাবকগণ সন্তান প্রতিপালনের কৌশলগত দিক থেকে এবং পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে। পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে আসে পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) নিশ্চিত করা, উপার্জনক্ষম সদস্যদের দায়িত্ব পরিবারের সবার খরচের জোগান দেওয়া, সন্তান লালন পালন এবং বয়স্কদের যত্ন নেওয়া, পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা, যৌথ পরিবার বা একক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলা ইত্যাদি। সহজ কথায়, পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ হল পরিবারের— সদস্যদের খাদ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও ভালোবাসা দিয়ে একটি সুস্থ পারিবারিক কাঠামো ধরে রাখা। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগগত বুদ্ধির সুষম বিকাশে পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণ একটি অপরিহার্য চল। সমস্ত ধরনের সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিশু এবং কৈশোরদের কল্যাণে পারিবারিক প্রভাবকে মৌলিক ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়।

Literature Review:

পারিবারিক অবস্থা ও প্রারম্ভিক কৈশোরদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে যে সম্পর্ক তার উপর বিগত কয়েক দশক ধরে গবেষণা উত্তরোত্তর বেড়েছে। বিভিন্ন অনুসন্ধানগুলো দেখিয়েছে যে কৈশোরদের আবেগগত সাফল্যের উপর পারিবারিক পরিবেশের ধনাত্মক সম্পর্ক আছে। গোলম্যান (১৯৯৫) দেখিয়েছেন, অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশ। এটি অভিভাবকদের শিক্ষা ও আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখিয়েছে। রিপ্পেথ (২০০২) দেখিয়েছেন, যদি আবেগগত বুদ্ধিমত্তা বিকাশের প্রভাবকগুলি চিহ্নিত করা যায় তাহলে ব্যক্তি তার আবেগগত বুদ্ধির বিকাশ এবং জীবনব্যাপী সাফল্য লাভের উপায় খুঁজে পায়।

যেসব শিক্ষার্থীদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তা বিকাশমান সেই সব শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই দেখা দরকার যে কোন প্রভাবকগুলি এই সংগঠনটি বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে। ম্যাকুলাম ও মেরিলের (১৯৯৮) মতে, অভিভাবকরা প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগীয় বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে বড় অংশে অবদান রাখে। সালোভে ও মায়ারের (১৯৯০) এর মতে, উচ্চশিক্ষিত পিতামাতার মধ্যে সঠিক পারিবারিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার প্রবণতা অধিক লক্ষ্যণীয় এবং তারা শিশু প্রতিপালনের কৌশলগুলি নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে পারে। তাই ওইসব শিশুরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা সম্পন্ন হয়।

Materials and Methods:

এখানে ১০টি অঞ্চলের নির্বাচিত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১১-১৪ বছর বয়সি মোট ২০০ জন শিক্ষার্থীকে সমসুযোগের মাধ্যমে এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের ২০% এর কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, প্রায় ৬৫% এর উচ্চবিদ্যালয়ের শংসাপত্র ছিল এবং প্রায় ১৫% ছিল স্নাতক ডিগ্রিধারী। ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ চলাকালীন নির্ধারিত বিদ্যালয়গুলিতে যাওয়া হয়েছে এবং প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়ার আগে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং প্রশ্নগুচ্ছের আইটেমগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুচ্ছগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ছিল শিক্ষার্থীদের পশ্চাতপট সম্পর্কিত প্রশ্ন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল শিক্ষার্থীদের পারিবারিক পরিবেশ সংক্রান্ত স্কেল এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল শিক্ষার্থীদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় ইনভেন্টরি। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে বসে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল এবং অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের থেকে তাদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবার্ক উপার্জন, জন্ম তারিখ এবং লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্য নেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষার্থীদের পারিবারিক পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য নেওয়ার জন্য পারিবারিক পরিবেশ স্কেলের সাহায্যে (মুস, ১৯৭৪) তিনটি মাত্রার উপর ৬০টি সত্য/মিথ্যা জাতীয় মোট ১০টি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিল। পারিবারিক সম্পর্কগত মাত্রার উপর মানদণ্ডগুলি ছিল সংহতিপূর্ণ, অভিব্যক্তিপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। ব্যক্তিগত বিকাশ সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলির মধ্যে জোর দেওয়া হয়েছিল সাফল্য অর্জন প্রবণতা, সংস্কৃতিবোধ, সক্রিয় পুনরুৎপাদন প্রবণতা, নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা এবং উদাসীনতার উপর। ব্যবস্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণের উপর দক্ষ সংগঠক এবং নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা এই দুটি মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সাধনীটির অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা খুবই ভালো, তিনটি মাত্রার জন্য যেটির পরিসর ছিল ০.৭৪ থেকে ০.৮৭ পর্যন্ত। সাথে সামগ্রিক স্থায়িত্বের দিক থেকে দু-সপ্তাহের পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা নির্ভরযোগ্যতার পরিসর ছিল ০.৭৭ থেকে ০.৯২ পর্যন্ত (হিল, ১৯৭৫)। এই অনুসন্ধানে, পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত বিকাশ এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনার জন্য অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা ছিল যথাক্রমে ০.৭১, ০.৭৩ এবং ০.৭৬। রিগ্রেশন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পারিবারিক রক্ষনাবেক্ষন বা ব্যবস্থাপনা

প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সহায্য করে, যদি তাদের অভিভাবকরা উচ্চশিক্ষিত হয় (b=-0.148, t=-3.894, P≤0.001)।

এই গবেষণায় প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগীয় বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ইমোশনাল কোশেন্ট ইনভেন্টরি ভার্সন (বার – অন ই. কিউ – আই; ওয়াই ভি, ২০০০) ব্যবহার করা হয়েছে। স্কেলটি ৬০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং লিকার্ট-এর পাঁচ-বিন্দুর প্রতিক্রিয়া বিন্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। স্কেলটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো— প্রথম বিভাগের প্রশ্নগুলি ছিল অন্তঃব্যক্তিক, যেখানে ব্যক্তির নিজের আবেগ বুঝতে পারার দক্ষতা, যোগাযোগ ও নিজের অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারা অন্তর্ভূক্তি ছিল। দ্বিতায় বিভাগটি ছিল আন্তঃব্যক্তিক, যেটা ব্যক্তির অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের স্থিরতা সন্তোষজনক কিনা তা মাপতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তৃতীয় বিভাগটিতে ব্যক্তির অভিযোজন ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়েছিল। চতুর্থ বিভাগটি ছিল নিয়ন্ত্রণ দক্ষতার উপর যেখানে জটিল পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কতটা নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তা দেখা হয়েছিল। পরিশেষে পঞ্চম বিভাগটিতে ব্যক্তির সার্বিক আশাবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করা হয়েছে। সুতরাং মোট আবেগীয় বুদ্ধি হল প্রতিদিনের চাহিদার সঙ্গে কার্যকরী সম্বন্ধ স্থাপন যাতে ব্যক্তির সন্তুষ্টি আসে।

Results:

সহগতির ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু স্বাধীন চলের সঙ্গে নির্ভরশীল চলের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বিশেষভাবে, অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে প্রারম্ভিক কৈশোরদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার ধনাত্মক সম্পর্ক আছে। যেসব শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি সেই শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের দিক থেকে বেশি এগিয়ে আছে। তবে এখানে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সরাসরি শিক্ষার্থীদের সাফল্যের উপর প্রভাব ফেলে না বরং বলা যেতে পারে যেসব শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি তারা পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় বেশি সাফল্য লাভ করে যেটি শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীদের আবেগগত সাফল্য অর্জনের মধ্যে মধ্যবর্তী চলক হিসাবে কাজ করে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ দেয় যে, যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি সেই সব ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে যার ফল শিক্ষার্থীদের আবেগগত সাফল্য লাভের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। তবে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নমানের হলে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ফলে তার বিশেষ প্রভাব শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনে দেখা যায় না। তাই আবেগগত বুদ্ধিমত্তার আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনার মিথস্ক্রিয়াগত ফলের ধনাত্মক প্রভাব এই গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত।

তালিকায় প্রারম্ভিক কৈশরদের বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক পরিবেশে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মানের উপর গড়, আদর্শ বিচ্যুতি এবং t-এর মান দেখানো হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রুপ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা	গড়	আদর্শ বিচ্যুতি	তুলনীয় গ্রুপ	t-এর মান
১	ভালো পারিবারিক পরিবেশ (গ্রুপ ১)	৩৪	২৮৯.৩৪	২৪.০৯	গ্রুপ ১ ও গ্রুপ ২	১১.৩৯৬**
২	গড় পারিবারিক পরিবেশ (গ্রুপ ২)	১৩৯	২৬৪.৩১	২২.৩৯	গ্রুপ ২ ও গ্রুপ ৩	৫.৫২৪**
৩	খারাপ পারিবারিক পরিবেশ (গ্রুপ ৩)	২৭	২৫৬.৩৬	২৭.৮৮	গ্রুপ ১ ও গ্রুপ ৩	১২.৪৬৩**

** ইঙ্গিত করে ০.০১ তাৎপর্য স্তরে মানটি তাৎপর্যপূর্ণ।

০.০১ তাৎপর্য স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ মান = ২.৫৯।

বিভিন্ন পারিবারিক পরিবেশের প্রারম্ভিক কৈশরদের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার গড় মান

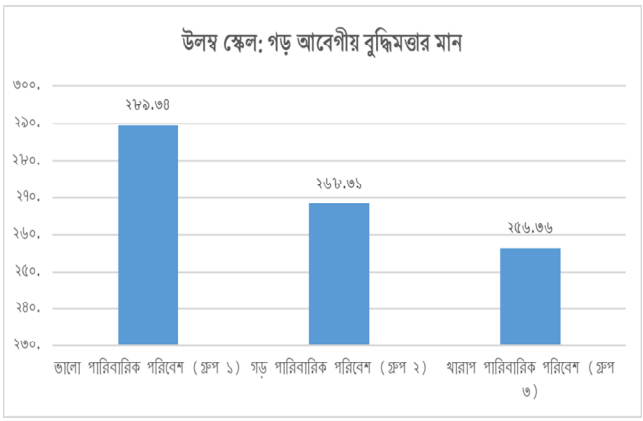

Conclusion:

আবেগগত বুদ্ধিমত্তার উপর শিক্ষার্থীদের পারিবারিক অবস্থার প্রভাব প্রমাণিত কারণ গবেষণায় এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। যদিও এই চলগুলির কিছু আলাদাভাবে পশ্চিমা এবং ককেশিয়ান প্রারম্ভিক কৈশরদের মধ্যে পাওয়া গেছে (সুমো & মিলার, ২০০১; পাণ্ডইও, ১৯৮৭; সরিখাবি, ২০০৫; ফ্লোরি, ২০০৬)। এটা পূর্বের গবেষণাগুলির সাথে সংগতিপূর্ণ কারণ সেগুলিতে দেখানো হয়েছে যে পারিবারিক অবস্থা প্রারম্ভিক কৈশোরদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে (ম্যাগনুসন, ২০০৭; মারসিগলিয়া এট অল. ২০০৭)। গবেষণায় এটাও দেখানো হয়েছে যে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত অর্জন বা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কোনোটিই এককভাবে কৈশোরদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার বিকাশে কার্যকরি না।

গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীর আবেগগত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে মধ্যবর্তী চলক হিসাবে কাজ করে। এটা নিশ্চিত করা গেছে যে, উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ পারিবারিক ব্যবস্থাপনা রক্ষায় সক্ষম অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার বিকাশে বেশি প্রবণতাপূর্ণ হয়। এই অনুসন্ধান পথনির্দেশমূলক বিদ্যালয়ের পরিমানের ব্যাপারে পূর্বের গবেষণাগুলির সঙ্গে সহমত যেখান থেকে

পরিবার বুঝতে পারে যে, প্রারম্ভিক কৈশরদের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের জন্য পারিবারিক পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত এবং প্রারম্ভিক কৈশরদের সঙ্গে কেমনভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে হবে (ডেভিস-কেন & এক্লজ, ২০০৫; লিফশিজ, ১৯৭৫; সুমো & মিলার, ২০০১)। উপরন্তু, লিফশিজ (১৯৭৫) মনে করেন যে, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা শিক্ষামূলক পরিবেশে বেশি প্রভাবিত হয়। অভিভাবকরা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীদের উপর বেশি জোর দেবেন। যা তাদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তাকে আরও বেশি কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করে। তাই গবেষণাটি প্রারম্ভিক কৈশোরদের বুঝতে এবং তাদের আবেগগত বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য অপরিহার্য একাধিক প্রভাবকগুলি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহিত্যিক পর্যালোচনাগুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

References:

1. সারনি, সি. (১৯৯৯). দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইমোশনাল কম্পিটেন্স, দ্য গিলফোর্ড প্রেস।
2. গোলম্যান, ডি. (১৯৯৫). ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স, ব্যানটাম বুকস।
3. কারসন ও পারকার, জে. এফ. (১৯৯৬). মাদার এন্ড ফাদার্স সোসালাইজিং বিহেভিয়ারস ইন থ্রি কনটেক্সটস: লিঙ্ক উইথ চিলড্রেনস পিয়ার কম্পিটেন্স। জার্নাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি। ৪৪।
4. স্টোভার. জে. (২০০৩). ফাদার্স মেটা-ইমোশন এন্ড চিলড্রেনস সোস্যাল স্টাটাস, ডক্টরাল ডিসারটেশন। সিয়াটেল প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি।
5. সালোভে, পি. ও মায়ার, জে. ডি. (১৯৯০). ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স, ইমাজিনেশন, কগনিশন এন্ড পার্সোনালিটি। ১৮৫-২১১।
6. গটম্যান, জে. (১৯৯৭). রেইসিং অ্যান ইমোশনালি ইনটেলিজেন্ট চাইল্ড: দ্য হার্ট অফ প্যারেন্টিং, নিউ ইয়র্ক: সাইমন এন্ড স্কুসটার।
7. গোলম্যান, ডি. (১৯৯৫). ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স: হোয়াই ইট ক্যান ম্যাটার মোর দ্যান আইকিউ। নিউ ইয়র্ক: বানটাম।
8. রটার, বি. (১৯৬৬). জেনারালাইজড এক্সপেকটেন্সিস ফর ইন্টারনাল ভার্সাস এক্সটারনাল কন্ট্রোল অফ রিইনফোর্সমেন্ট। সাইকোলজিক্যাল মনোগ্রাফস: জেনারেল এন্ড অ্যাপ্লায়েড। ১-২৮।